R. N. No. 1552/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No WB/MSD-05

"শিব ব্রাণ্ড" খাঁটি সরিষার তেল ১০০% বিশুদ্ধ।
প্রস্তুতকারক :
শিব-আ-অয়েল
সাজুর মোড় ★ দফাহাট
মুর্শিদাবাদ
ফোন : ০৩৪৮৫-২৬২০১১, ২৬৩৮৮৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯২শ বর্ষ ১১ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১০ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৪১২ সাল। ২৭শে জুলাই, ২০০৫ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা। বার্ষিক : ৫০ টাকা

রঘুনাথগঞ্জ টেলি কমিউনিকেশন দপ্তরের মান্ধাতার পরিষেবা গ্রাহকদের হতাশ করছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ টেলি কমিউনিকেশন দপ্তরের গ্রাহক পরিষেবা সম্পূর্ণ-ভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। গ্রাহকদের দু' মাসের বিল প্রায় সময় নির্দিষ্ট সময়ে আসে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে ফাইন দিতে হয় দেরী হয়ে যাওয়ার জন্য। অথচ এর জন্য দায়ী অফিস কর্মীরা। দীর্ঘদিন ধরে ইঞ্জিনিয়ার নেই মহকুমায়। ফলে জে, টি, ও নির্ভর অফিসে কোন নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা করে না কোন স্টাফ। পোস্টাফিসের পিওন মারফৎ নয় টেলি দপ্তরের ঠিকাদারের লোক মারফৎ যে বিল পাওয়া যাচ্ছে তাতে উদর-পিন্ডী বুদোর ঘাড়ে চাপছে। এতে দুটো ফোনের কোন গ্রাহক একটি বিল পাচ্ছেন তো আর একটি পাচ্ছেন না। দীর্ঘ কুড়ি/বাইশ বছরের গ্রাহকদের বিল দুম করে তিন ডবল হয়ে যাচ্ছে। প্রতিকারের কথা বললে বা অভিযোগ জানালেই কর্তৃপক্ষের বাঁধা বুলি, "আগে বিলের টাকা জমা দিন, সংশোধন পরে—নচেৎ আপনার লাইন কেটে দেওয়া হবে।" একটি বিলের সন্ধানের জন্য টেলিফোন কেন্দ্রের প্রদত্ত নম্বর (শেষ পৃষ্ঠায়)

আগামী নির্বাচনে জঙ্গিপুরে বিধানসভা দুটি

বিশেষ সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমায় সরকারী কমিশন মেনে বিধানসভার আসন বেড়ে এবার দুটি হচ্ছে। ২ লক্ষ ৪০ হাজারের জনসংখ্যার ভিত্তিতে সেখানে বিধানসভার আসন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জঙ্গিপুর পুরসভার এলাকা, রঘুনাথগঞ্জ ১ নং ব্লকের ৬টি অঞ্চল ও সুতী-১ ব্লকের দুটি অঞ্চল আহিরণ ও বংশবাটী নিয়ে জঙ্গিপুর বিধানসভা গঠিত হবে। এই বিধানসভার মোট জনসংখ্যা ২,৬৮,৫৭১। অনুরূপভাবে রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভা গঠিত হচ্ছে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের ১০টি অঞ্চল ও সুতী-১ র নুরপুর অঞ্চল এবং লালগোলার ময়া অঞ্চল নিয়ে। রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভার মোট জনসংখ্যা ২,৫৪,৪২৯।

দুই সহপাঠীর গণ্ডগোলে স্কুলে তালা, শেষে পুলিশের হস্তক্ষেপ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কা ব্লকের নয়নসুখ লক্ষ্মীনারায়ণ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ২১ জুলাই দশম শ্রেণীর দুই ছাত্রের গন্ডগোলে পরদিন স্কুলের গেটে তালা ঝোলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে স্কুল কর্তৃপক্ষ পুলিশ ডাকে। অনুসন্ধানে জানা যায়, ঘটনার দিন পেছনে সিটি দেয়া নিয়ে দশম শ্রেণীর ছাত্র আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে সহপাঠী প্রবীর ঘোষের বচসা হাতাহাতিতে চলে যায়। প্রবীরের ঘুষিতে আজাদের কানে প্রচন্ড আঘাত লাগে। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই খবর আজাদের আলিনগর গ্রামে পেঁছলে কিছুক্ষণের মধ্যে তার আত্মীয় বন্ধুরা স্কুলে ভিড় করেন। পরিস্থিতি বুঝে প্রবীর তার এন টি পি সি মোড়ের বাসভবনে গিয়ে আত্মগোপন করেন। শিক্ষকরা পরদিন বেলা দুটোয় সালিসী সভা ডেকে এর বিহিত করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলে বিক্ষোভকারীরা চলে যান। কিন্তু পরদিন স্কুল খোলার আগেই এক দঙ্গল লোক এসে স্কুলের তিনটি গেটেই তালা ঝুলিয়ে দেয়। শিক্ষকরা এসে সালিসীর কথা বলা সত্ত্বেও বিক্ষোভকারীরা গেট খুলে না দিলে পুলিশে খবর দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। (শেষ পৃষ্ঠায়)

মোবাইল বলি : ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৮ জুলাই রাত ১১টা নাগাদ ফরাক্কা ব্যারেজের সন্নিকটে রেললাইন পার হতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে দুলাল চক্রবর্তী (৪৫) নামে এক ব্যক্তি মারা যান। প্রকাশ, দুলালবাবু ফরাক্কা ব্যারেজের কোয়ার্টারে থাকতেন। পেশায় শেয়ার ব্যবসায়ী। ঘটনার দিন বালুরঘাট থেকে এসে বাস থেকে নেমে সর্টকাট রাস্তা ধরে রেললাইন পার হচ্ছিলেন। এমন সময় (শেষ পৃষ্ঠায়)

গভঃ বডির প্রেসিডেন্ট কি জানেন ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৫ জুলাই ক্লাস শুরুর প্রথম দিনই জঙ্গিপুর কলেজে প্রথম বর্ষের পাস কোর্সের কোন ক্লাস হয়নি। বাংলা, ইংরাজী, ভূগোল, সংস্কৃত ইত্যাদির ছাত্র-ছাত্রীরা ফরাক্কা, আহিরণ, মির্জাপুর, লালগোলার দূর দূর এলাকা থেকে এসে কোন ক্লাস না করেই ফিরে গেলেন। প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী কলেজের সুনাম রক্ষায় কিছুই কি করার নেই ?

বিড়ি শ্রমিকদের লগবুক ও মজুরীবৃদ্ধি কার্যকরী করার দাবী

নিজস্ব সংবাদদাতা : মহকুমার বিভিন্ন শাখার ইউ, টি, ইউ, সির নেতৃত্বে বিড়ি শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধিকে কার্যকরী ও প্রতিটি শ্রমিককে পি, এফ আওতাভুক্ত করার দাবীতে গত ২০ জুলাই জঙ্গিপুরের বিধায়ক আবুল হাসনাৎ খানের নেতৃত্বে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসককে এক স্মারকলিপি দেওয়া হয়। গত ৫ জুলাই শ্রমমন্ত্রী, মালিক ও শ্রমিকের যৌথ বৈঠকে মজুরী-বৃদ্ধি ৩৭.৫০ পয়সা থেকে বেড়ে ৪২ টাকা কার্যকরী করার অনুমোদন পাশ হয়ে যায় সরকারীভাবে। জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি মজদুর ইউনিয়ন এর নেতা নিজামুদ্দিন জানান, আমরা (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৪১২ সাল।

॥ প্রশ্ন ॥

জেলা পরিষদ সূত্রের খবর, মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গির ভাঙন কবলিতদিগের পদ্মাচরে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হইবে না ; ইহা জেলা সভাধিপতির মত। জলঙ্গির পরাশপুর ও টলটলির ভাঙন কবলিতেরা কীভাবে পুনর্বাসিত হইতে পারেন, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। জেলা সভাধিপতি মনে করেন যে, মূল ভূখন্ড হইতে বিচ্ছিন্ন চরে একমাত্র ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের কোনও রকমে আশ্রয়ের ব্যবস্থা হইতে পারে ; কিন্তু চরের জমিতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব নয় বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের থাকিবার প্রশ্ন যথেষ্ট চিন্তার। জানা গিয়াছে যে, মুখ্যমন্ত্রী খাস জমির সন্ধান করিয়াও তাহা পান নাই। মুর্শিদাবাদ জেলার বন্যা ও ভাঙনের বিষয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে কী ব্যবস্থা লওয়া হইবে, তাহা জানা যায় নাই। জেলা পরিষদের বদলে রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তর কাজ করার জন্য নাকি অসুবিধা দেখা দিয়াছে। নবগ্রামের কোনও কোনও এলাকায় ব্রহ্মাণী নদীতে ভাঙা বাঁধ মেরামতের কাজ নষ্ট হওয়ায় বেশ কিছু গ্রাম জলমগ্ন হইয়াছে।

বন্যা ও ভাঙনজনিত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় জরুরী ভিত্তিতে কাজ চালাইবার মত টাকা জেলা পরিষদের তহবিলে না থাকায় জল বাড়িলে অসহায়তা বাড়িবে, বলা হইয়াছে। বন্যা ও ভাঙন রোধে কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা দিয়াছিল, তাহার পর রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে কিছু দেওয়া হয় নাই। কেন্দ্রীয় জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের পক্ষ হইতে ফরাক্কা ব্যারাজ প্রজেক্টের মাধ্যমে গঙ্গা ও পদ্মা নদীর বন্যা-ভাঙন বন্ধ করার কাজ শুরু হইয়াছে। কিন্তু নজরদারির সমস্যা প্রবল হওয়ায় ভাগীরথী নদীতীরস্থ বেলডাঙ্গা, সাগরদীঘি এলাকায় ভাঙন ভয়ংকর হইতেছে। এমতাবস্থায় গঙ্গা-ভাঙ্গন প্রতিরোধ দপ্তরের উদ্বৃত্ত কর্মীদিগকে ভাগীরথীর ভাঙন দেখাশুনার কাজে লাগাইলে সুফল ফলিবে বলিয়া মনে করা হইতেছে।

সরিষার মধ্যে ভূত থাকিলে ভূত তাড়ান যায় না। ঠিকাদারদের কাজের গাফিলতি থাকিলে নবনির্মাণ বা মেরামতি যাহাই হউক, পন্ড হইতে বাধ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কী বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়, তাহা প্রায়শঃ ধরা পড়ে। দেশের কাজ যে নিজেরই কাজ, তাহা ভাবিবার মানসিকতা আমরা অনেকেই হারাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়া আপোষী স্বাধীনতালাভের মূল্য দিতে হইতেছে। দলবাজি এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, প্রবৃত্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। অশুভশক্তি মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছে। দেশের জন্য নানা গঠনমূলক কাজ ব্যাহত হইতেছে। নবগ্রামের রতনপুর ও টিকিডাঙার ভাঙা বাঁধ মেরামতির দায়িত্বে থাকা দুইজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে শো-কজ করা হইয়াছে। বাঁধ ভাঙার জন্য সেচ দপ্তরকে দায়ী করা হইয়াছে। ঠিকাদার-শ্রমিক বিরোধের কারণে কাজ বন্ধ থাকার কথা ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সময়মত জানান নাই বলিয়া বাঁধ নির্মাণ অসম্পূর্ণ হওয়ায় বিশাল এলাকা প্লাবিত হয়। বানভাসি হতভাগোরা কোথায় দাঁড়াইবেন, তাহা কে বলিবে ?

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

পরিশ্রুত পানীয় জলের বদলে গঙ্গার ঘোলা জল

রঘুনাথগঞ্জের ১৬ নং ওয়ার্ডের একজন অধিবাসী হয়ে 'জঙ্গিপুর পুরসভার' চরমতম অব্যবস্থা ও ঔদাসীন্যের প্রতি আমার এই চিঠি। ২০০৫-এর পুরসভা নির্বাচনের পূর্বে চক্রানিনাদসহ জঙ্গিপুর থেকে নিয়ে আসা 'অতি উচ্চমানের পরিশ্রুত জল' সরবরাহ করে রঘুনাথগঞ্জের অধিবাসীদের যে দীর্ঘদিনের দাবী ছিল তা পূরণ করেন, এবং সুকৌশলে নির্বাচন বৈতরণী পারের একটি পথ হিসাবে এটিকে বেছেও নেওয়া হয়। তখনই কেউ কেউ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'উলঙ্গ রাজা' কবিতার ছেলেটার মতো বলেছিলেন যে এটি নির্বাচনের 'issue' ছাড়া আর কিছুই নয়, দেখবেন নির্বাচনের পর এটি স্রেফ মিথ্যায় পর্যবসিত হবে। সেদিন এটির বিশ্বাস-যোগ্যতা না থাকলেও আজ এটি সত্যে পরিণত হয়েছে। ১লা বৈশাখের পর থেকে নির্বাচন পর্ব পর্যন্ত বেশী সময় ধরে পরিশ্রুত জল সরবরাহ হচ্ছিল, নির্দিষ্ট সময়ও ছিল এবং জলের উচ্চচাপও ছিল প্রবল। নির্বাচন পর্ব মিটে যাবার পর দুর্মুখের কথাই সত্যে পরিণত হল : ১) জল সরবরাহের নির্দিষ্ট কোন সময় নাই। ২) 'জলের উচ্চচাপ' না থাকারই সামিল। ৩) পরিশ্রুত জলের নামে সরাসরি গঙ্গা থেকে ঘোলা জল তুলে রঘুনাথগঞ্জ শহরবাসীদের সরবরাহ। ৪) এ ছাড়াও তিনবার জল দেওয়ার কথা থাকলেও কোন কোন দিন একবার আধ-ঘন্টার বা এক ঘন্টার জন্য সরবরাহ করেই কর্তব্য সমাপন। কোন কোন দিন (১৯/৭/০৫) একেবারেই সরবরাহ না করা। গঙ্গার পূর্ব পারে জঙ্গিপুরের অধিবাসীদের নিশ্চয়ই এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয় না। পুরপিতা নানা কাজে ব্যস্ত। 'পরিশ্রুত পানীয় জলের নামে' গঙ্গা থেকে সরাসরি ঘোলা জল তুলে সরবরাহ করার প্রহসনের কথা তিনি জানেন কি ? পুরপিতা মহাশয় এ বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত জানালে বাধিত হব।

সুকুমার সেন

২০/৭/০৫ গোডাউন রোড, রঘুনাথগঞ্জ

পুলিশ—তাই সাত খুন মাফ

আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত (১৩/৭/০৫) সংখ্যায় 'পুলিশ—তাই সাত খুন মাফ' সংবাদটির মাধ্যমে পুলিশের এক নির্মম ভূমিকার চিত্র ফুটে উঠেছে। রিক্সাচালক পথচারীর বিঘ্ন না ঘটিয়ে রিক্সা চালাবে এটাই নিয়ম। পুলিশের গাড়ীকে সাইড দিতে দেরী করা অপরাধ। কিন্তু লঘু অপরাধে থানার ছোটবাবু শ্রমজীবী রিক্সাওয়ালাকে যে নির্মমভাবে পেটালেন, সেটা কি গুরুদন্ড হয়ে গেল না ? বৃটিশ আমলে পুলিশ ছিল সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ-শক্তির নিপীড়নের হাতিয়ার। আর আজ স্বাধীন ভারতেও পুলিশের সেই ভূমিকা বদলেছে কি ?

কাশীনাথ ভকত, রঘুনাথগঞ্জ

'মরু বিজয়ের কেতন উড়াও'

মানিক চট্টোপাধ্যায়

অরণ্য সপ্তাহে আমরা সরকারী স্তরে সবুজায়নের শপথ নিয়েছি। বিভিন্ন সংবাদপত্রে—দূরদর্শনের বিভিন্ন চ্যানেলে আমরা অরণ্য সপ্তাহের ছবি দেখেছি। বার বার উচ্চারিত হয়েছে—'একটি গাছ একটি প্রাণ।'

রূপ-রস-গন্ধে ভরা এই বসুন্ধরায় প্রাণের আলো জ্বালিয়ে রাখে বৃক্ষ। আমরা সচেতনভাবে উপলব্ধি করি গাছের বিনাশ হলে আক্রান্ত হবে প্রকৃতির ভারসাম্য। ঋতুচক্রের বিবর্তনে উদ্ভিদ সাম্রাজ্যেও ঘটে বিবর্তন। পাতা ঝরে যায়। নতুন পাতা সূর্যের আলো দেখে। ফুলে ফুলে সুসজ্জিত হয় বৃক্ষ। ফুল ও ফলের সুবাস ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে দিগন্তরে। ফলের বীজ ছড়িয়ে পড়ে মাটিতে। সূচনা হয় ভাবী প্রাণের। ফুল (৩য় পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুরের কড়চা

একটি সম্ভাবনার কোরক

বেশ কয়েকদিন আগে হাতে এলো একখানা ঝক্‌ঝকে ছাপানো সুন্দর প্রচ্ছদের বই। প্রথমেই তা দৃষ্টি নন্দন। দুই মলাটের মধ্যে চৌদ্দটি গল্পমালা। গল্প দিয়ে মণিহার গেঁথেছে কল্যাণীয়া দ্বৈতা হাজরা। সে এখন অষ্টাদশী। সাম্মানিক শ্রেণীতে পাঠরতা। কবিতা লিখে সাহিত্যের আঙিনাতে তার প্রথম আত্মপ্রকাশ। বক্ষ্যমাণ বইটি তার প্রথম গল্প সংকলন। 'সাত আকাশের ওপারে'।

সাত আকাশের ওপারের ঠিকানা কারো জানা নেই তবে তাকে জানার ইচ্ছে থাকে চিরকালের শিশু কিশোরের মনে। সে এক অজানা দেশ—সেখানেই শিশু মনের অভিযাত্রা। তা নিত্যকালের, সর্বকালের। শিশুমন তার স্বপ্ন দেখে, কল্পনার পাখায় ভর করে উড়ে যেতে চায় সে দেশে—সে নাকি সব পেয়েছির দেশ। সে দূরে, অনেক দূরে—তবুও বিশ্বাসের জমিতে তা সত্য, বাস্তব। কল্পলোকের বাসিন্দা শিশুমন— তাই সে ভাবে স্বপ্ন যদি সত্যি হয়, কল্পনা যদি বাস্তবের সাথে মাখামাখি করে। বিশ্বাস করে সেখানে আছে ইচ্ছে তারা। তার কাছে পৌঁছাতে পারলে পাওয়া সম্ভব প্রার্থিত বস্তু। এ বিশ্বাসই তো শৈশবের ধর্ম। শৈশব তারই স্বপ্ন দেখে। তাই মন ছুটে যায় সেই অচিনপুরে। শৈশবের কাছে সে জগতের চিত্ত চমৎকারী হাতছানি, রামধনু রঙে ছাপানো দুর্নিবার আকর্ষণ। লেখিকা দ্বৈতা হাজরা তার গল্পের আধারে সেই দেশের সন্ধান জানাতে প্রয়াসী হয়েছে। তার কিশোরী মনের মুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়েছে শৈশবের স্বপ্ন, অভিজ্ঞতা এবং সব শিশুর জন্য প্রার্থনা। তার এ প্রয়াস ছোট হলেও প্রশংসাযোগ্য এবং সম্ভাবনাময়। দ্বৈতার সম্ভাবনার কোরকটি পুষ্পে বিকশিত হয়ে উঠুক—এই প্রত্যাশাই রাখছি।

'মরু বিজয়ের কেতন উড়াও' (২য় পৃষ্ঠার পর)

থেকে ফল। ফল থেকে বীজ। বীজ থেকে অঙ্কুর। অঙ্কুর থেকে গাছ। ঠিক আমাদের মত। তবে মানুষ ও জীব সৃষ্টি হবার আগে বৃক্ষের আবির্ভাব। বৃক্ষ প্রাণের অগ্রদূত। এ সব তত্ত্ব কথা আমরা সবাই জানি। তবুও আমরা নির্বাক থাকি যখন দেখি একদল মাফিয়ার হাতে নির্মমভাবে অরণ্য নিধন হচ্ছে। আমাদের এখানেই তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত আহিরণ ডিয়ার ফরেষ্ট। নির্বিচারে এখানে সবুজায়নের প্রাচীরকে ভেঙে খান্ খান্ করে দেওয়া হয়েছে।

এ যুগের বলাইরা আর গাছের ছবি চেয়ে পাঠিয়ে কাকীমার কাছে চিঠি লেখেনা। তারা ব্যস্ত তাদের পড়াশোনা নিয়ে। আঁকা নিয়ে। হ্যারিপটার নিয়ে। বিত্তবান ঘরের ছেলে মেয়েরা ব্যস্ততার সঙ্গে সময় কাটার যন্ত্রনকের সামনে। আমরাও সমানভাবে ব্যস্ত। তবুও প্রতি বৎসর পালিত হয় অরণ্য সপ্তাহ। 'মরু বিজয়ের কেতন' উড়ানোর সংকল্প নেওয়া হয়। সপ্তাহধরে আমরা 'মৌনীমাটির মর্মের গান' শুনি। বৃক্ষের উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করি : 'মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে হে মোহনপ্রাণ।' আমাদের এ দ্বিচারিতা আমাদের আর ভাবায় না। কারণ আমরা সবাই ছুটে চলেছি। এ সব ভাবার সময় কোথায় ?

আমাদের প্রচুর ষ্টক—তাই বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে হলে সরাসরি চলে আসুন।

কার্ডস ফেয়ার

(দাদাঠাকুর গ্রুপ)

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

গলায় দড়ি দিয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের এক ঠিকাদারী সংস্থার হেড মিস্ত্রী নিখিল দাস গলায় দড়ি দিয়ে সম্প্রতি আত্মহত্যা করেন। প্রকল্পের শ্রমিকদের কাছ থেকে জানা যায়, ঐ ঠিকাদারী সংস্থায় বেশ কিছুদিন কাজ করেও কোন টাকা পাননি নিখিল। এই পরিস্থিতিতে তিনি বহরমপুর পঞ্চাননতলায় বাড়ী গেলে সেখানে স্ত্রীর সঙ্গে টাকা পয়সা নিয়ে অশান্তি হয়। তিনি বাড়ী থেকে বার হয়ে গিয়ে একটা গাছে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন।

নাজিরপুরের গরীব তপশীলিরা আজও অসহায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত কয়েক বছর ধরে ফিডার ক্যানেলের জলে ডোবা নিঃস্ব গ্রাম নাজিরপুরের অতি গরীব লোকজনরা প্রশাসনের নীরব অসহায়তায় অজগরপাড়ার জনৈক ভীষ্ম ঘোষকে ও তার দলবলকে 'তোলা' হিসাবে জন প্রতি ১৫—২০ টাকা রোজ অথবা রাত জেগে নিজস্ব ডোবা জমিতে ধরা মাছের একটা অংশ দিতে বাধ্য হচ্ছে। তারা জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, বি, ডি, ও, বি, এল, আর, ও, এস, ডি, পি, ও এবং থানার বড় বাবুকে জানিয়ে কোনও প্রতিকার পায়নি। এরা ২/৫ কেজি করে বাজারে মাছ বেচে সংসার চালায়। সরকার এদের জমি ডুবিয়ে দিলেও ট্যাক্স নেয়। আর সেই নিজ জমিতে ফসল না পেয়ে দুটো মাছ ধরেও রেহাই নাই। সমিতির এক সদস্য জানালেন "বড়লোকের জন্য সাজা নাই, আইনের পাঁয়তারা আমাদের জন্যেই।" প্রশাসন কি বলেন ?

বহুমুখী জনসংযোগ অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৩ জুলাই, ২০০৫ থেকে ১৮ জুলাই, ২০০৫ রঘুনাথগঞ্জ-২নং ব্লকের খামরা-ভাবকি হাই স্কুল, মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা, সাগরদীঘি ব্লকের সেখদীঘি হাই স্কুল এবং বোখারা হাই স্কুলে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে, বহুমুখী জনসংযোগ অভিযানের অঙ্গ হিসাবে ক্যুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিলো : পোলিওমুক্ত পৃথিবী গড়তে কু-সংস্কারপ্রধান বাধা, সু-অভ্যাস মানেই সুস্বাস্থ্য, সমাজে নারীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, কু-সংস্কার এবং পণপ্রথা এক সামাজিক ব্যাধি। স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। মহকুমা তথ্য দপ্তর সূত্রে এই খবর পাওয়া যায়।

লিগাল নোটিশ

Before the Court of M. A. C. T. (Fast Track Court 2nd) at Malda

M. A. C 17/99

গত ইং ৭-৬-০৫ তারিখের আদেশ অনুযায়ী বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে যে, Claiment চঞ্চলা রায় ও অন্যান্য বনাম আবদুল কালাম আজাদ দিং উপরোক্ত নম্বর মোকদ্দমার আপনি আবদুল কালাম আজাদ, পিতা আবদুল সামাদ, গ্রাম গাঙাড্ডা, থানা সাগরদিঘি, জেলা মুর্শিদাবাদ এবং অন্যান্য (owner of the vehicle No. W.B.R. 2329) (আজাদ বাস) ১ নম্বর বিবাদী হইতেছেন। আপনাকে বর্তমান নোটিশ দ্বারা জানানো যাইতেছে যে উক্ত বিজ্ঞাপন বর্তমান পত্রিকাতে প্রকাশ হইবার ১ মাস সময়ের মধ্যে আপনি স্বয়ং অথবা আপনার নিযুক্তীয় উকিলবাবুর মাধ্যমে বর্তমান মোকদ্দমা হাজির হইবেন অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে Exparte আদেশ হইবে।

অনুমত্যানুসারে
অবিনাশচন্দ্র দাস
M. A. C. ট্রাইবুনাল
2nd Fast Track Court, Malda

প্রহৃত কাউন্সিলরকে হাসপাতাল থেকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার ১০নং ওয়ার্ডের কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল কাউন্সিলর ইন্তেকাব আলম ও আরো কয়েকজন গত ২৫ জুলাই সকালে জঙ্গিপুর মির্ধাপাড়ায় লাঞ্ছিত হন। সিপিএম সমর্থিত কয়েকজন দুষ্কৃতি তাদের ওপর হামলা চালায় বলে ইন্তেকাব অভিযোগ করেন। এলাকার সমাজভিত্তিক গন্ডগোলের ফলেই এই আক্রমণ। একটা সমাজ থেকে দুটো সমাজ সৃষ্টি করা হয়। ফলে তাঁদের আসবাবপত্র ভাগাভাগির জেরেই নাকি এই গন্ডগোল। পরবর্তীকালে পুলিশ ২৬ জুলাই হাসপাতাল থেকে ইন্তেকাবকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে ২৬ জুলাই কংগ্রেসী কাউন্সিলররা পুরসভার মিটিং বয়কট করেন ও অন্যায়ভাবে কাউন্সিলরকে সিপিএম গুন্ডাদের মারধোর ও পুলিশ দিয়ে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন। এ প্রসঙ্গে জঙ্গিপুরের পুরপতি ও সিপিএম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর বক্তব্য, 'এতে রাজনীতির কোন গন্ধ নেই। এটা ওদের পারিবারিক গন্ডগোল। শালা-ভগ্নীপতির কাজিয়া। কংগ্রেসীরা এটাতে রাজনীতির রং চাপিয়ে ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে।'

তিন ছিনতাইকারীসহ কিছু টাকা উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৯ জুলাই রাতে রঘুনাথগঞ্জ পুরোনো হাই স্কুল বিল্ডিং এর সামনে থেকে স্থানীয় ব্যবসায়ী দুলিচাঁদ আগরওয়ালা এন্ড সন্সের কর্মীর ব্যাগ ছিনতাই হয়। ব্যাগে নগদ আশি হাজার টাকা ছিল। পুলিশ অনুসন্ধান চালিয়ে আশপাশ এলাকা থেকে কয়েকজনকে তুলে নিয়ে আসে। এদের মধ্যে তিনজনকে কোর্টে হাজির করে। ছিনতাই যাওয়া কিছু টাকাও পুলিশ উদ্ধার করেছে। তদন্তের স্বার্থে বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশে আপাততঃ বিরত থাকতে হচ্ছে।

মোবাইল বলি (১ম পৃষ্ঠার পর)

রিং হওয়ায় তিনি তন্ময় হয়ে মোবাইলে কথা বলছিলেন। সে সময় পিছন থেকে দার্জিলিং মেল ট্রেনটি এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শী কর্তব্যরত জনৈক সি আই এস এফ কর্মী বলেন, তিনি মোবাইলে এত অন্যমনস্ক হয়ে কথা বলছিলেন যে ট্রেন আসছে বলে চেঁচিয়ে সাবধান করে দিলেও তিনি আর সরে দাঁড়ানোর সময় পেলেন না।

কার্যকরী করার দাবী (১ম পৃষ্ঠার পর)

দলের পক্ষ থেকে লগ বুকের দাবী করেছি। তাতে কোন্ মালিকের এক্তিয়ারে কত শ্রমিক বিড়ি বাঁধছেন কত টাকা পারিশ্রমিক পাচ্ছেন এবং পি এফ এর জন্য কত টাকা মালিকের ঘরে জমা পড়ছে সবকিছু লগ বুকে লেখা থাকবে। এবং মালিকের নাম নয় কোম্পানীর নাম সেখানে লিখতে হবে। গোটা জেলায় ৭/৮ লক্ষ মতো বিড়ি শ্রমিক এখনও প্রত্যেকে পি এফ এর আওতায় আসেনি। তাদেরকে পি এফ এর আওতাভুক্ত করতে হবে। যে এলাকায় পাঁচ হাজারের কাছাকাছি বিড়ি শ্রমিক আছে সেখানে 'ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র' থাকা প্রয়োজন। বিনামূল্যে ওষুধ ও শ্রমিকের পরিচয়পত্র প্রদান করতে হবে। এটি শ্রম কল্যাণ গাইড লাইনভুক্ত। কোন শ্রমিক প্রসূতি হলে দুটি সন্তান পর্যন্ত প্রসূতিপিছু ১০০০ টাকা দিতে হয়। এছাড়া বন্ধ্যাত্বকরণের জন্য পৃথক টাকা পাবেন পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকরা। চশমার জন্য ২০০ টাকা ও লেন্সের জন্য ২০ টাকা অনুদান দেওয়ার নিয়ম। ৭ দিনের হপ্তার ৪ হপ্তা পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে কোম্পানী বাকি রাখে। তাতে অশিক্ষিতা মহিলা শ্রমিকরা ঠিকমতো ৪ হপ্তার মজুরী পাচ্ছেন কিনা তা দেখার জন্য সরকারী অফিসারদের নজরদারি বাড়ানোর দাবীও জানানো হয়।

পরিষেবা গ্রাহকদের হতাশ করেছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

২৬৬২২২ এ ফোন করলে অফিস নির্দেশ দেয় ২৬৬২১০ এ ফোন করতে। অফিসের ঐ নম্বরের প্রান্তে বসা কর্মী বলেন ২৬৬১৯৭ কে ফোন করুন। আমাদের ঐ বিভাগ বিল সার্ভ করে, বিলের ব্যাপারে ওরাই বলতে পারবে। এবার ওখানকার কর্মীর বক্তব্য আমরা বিল করি নাকি—ডেলিভারী দিই মাত্র। আপনি বড়বাবুকে ২৬৬০৯৯ এ ফোন করুন। এর পরেও বিল পাওয়া যায়নি। শেষে বড়বাবু সংস্থার প্যাডে একটা ডুপ্লিকেট বিল করে দেন। ওর ভিত্তিতে অফিসের কাউন্টারে টাকা জমা পড়ে। এবার ভাবুন—একটা বিল খুঁজে বার করার দায়িত্বও গ্রাহকের এবং তার জন্য কতগুলো ফোন করতে হয়। মহকুমা টেলি পরিষেবার অত্যাধুনিক পরিষেবা দেওয়ার এহেন নজির সুখরামও দেখাতে পারেননি। টেলিফোনে ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছে, কথা শোনা যাচ্ছে না বলে দপ্তরে অভিযোগ জানানো হয় একাধিকবার। দপ্তরের কর্মী এসে দেখে জানান কেবিলের নিচের ত্রুটি। সময় লাগবে। এরপর বিশেষ জায়গায় প্রভাব খাটানোতে সবকিছু ঠিক হয়ে যায়। এদেশে মাইক্রো টাওয়ারই হোক আর সফ্টওয়্যারই হোক আপনি ফোন না করেও বিল দেবেন! কারণ জঙ্গিপুর টেলিফোন কেন্দ্রের গ্রাহক পাপ আপনারই। যন্ত্র বাড়িয়েছেন, যন্ত্রণা আপনার নিজেরই জন্য। শুধু তাই নয় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি উপলব্ধি হবার পরিবর্তে মান্ধাতা আমলের কর্মচারী। অত্যাধুনিক যান্ত্রিক শিক্ষায় শিক্ষিত নয় এমন গুটিকয়েক স্টাফেই পরিষেবা চালাচ্ছেন এখানে। বিদ্যুৎ স্টেশন নিলামে ঠিকাদারের হাতে, মদের দোকান ঘরে ঘরে, আর বিকল ফোনে কল করার বিল নিয়ে প্রযুক্তির ISO 2005 পুরস্কার পাচ্ছে এ রাজ্যের টেলি দপ্তর। মোবাইল ফোনের সীমের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার থাকলেও পেতে নাজেহাল। অথচ মামা-মাসির হাতে স্টাফ কোটায়, অফিসার কোটায় ফোনে বড়ি দিয়ে ভাত খাওয়ার গল্প এ মহকুমায় আধুনিক সংযোজন। এ প্রসঙ্গে আমাদের সাগরদীঘির সংবাদদাতা জানাচ্ছেন—ভারত সঞ্চার নিগম বা বি এস এন এল দেশে পাল্লা দিয়ে নগর পরিষেবার যেমন উন্নতি করছে (যদিও ভূতুরে বিলের অত্যাচার অব্যাহত) তেমন করে গ্রামকে দেখছে না বলে অনেক গ্রামের বিশেষ করে সাগরদীঘির ক্ষোভ। ব্রাহ্মণপাড়াসহ বহু এক্সচেঞ্জ দীর্ঘদিন ধরে প্রায়ই খারাপ থাকছে। নতুন টেলিফোন দেওয়া হচ্ছে না। কবেকার পচা তারে সংযোগ দেওয়া হয়েছে, সেসব বারবার ছিঁড়ে যাচ্ছে। পরিষেবা কেন্দ্রগুলিতে প্রায়ই লোক থাকে না। ফোন নামানো থাকে। বহু গ্রাহক কবে ফোন পাবেন জানতে গেলে বলা হচ্ছে শিঘ্রী খুব তাড়াতাড়ি সাগরদীঘির বোর্ডে কাজ হবে, তখন সবাই পাবেন। এসব কথা জেলা ও মহকুমা কর্তৃপক্ষ সবই জানেন। কিন্তু শহরে এসে জঙ্গি আন্দোলন গ্রামের মানুষ সহসা করেন না বলে এই দুয়োরাণী মনোভাব মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে।

শেষে পুলিশের হস্তক্ষেপ (১ম পৃষ্ঠার পর)

পুলিশের টহলদারী জীপ ঘটনাস্থলে আসা মাত্র বিক্ষোভকারীরা পালিয়ে যায়। এই ডামাডোলে ঐ দিন ছাত্রছাত্রীরা বাড়ি ফিরে গেলে স্কুল স্বাভাবিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য ঐ দিন সবাই আসতে না পারায় সালিশী সভাও হয় না। পরদিন পুনরায় সভা ডেকে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা অভিভাবকদের মতামত নিয়ে অভিযুক্ত দু'জন ছাত্রসহ মোট ছ'জনের এক সপ্তাহ ক্লাস সাসপেন্ড করেন।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।